কিশোর সিরিজ-৭

আল-কুরআনের গল্প পড়ো

প্রথম পর্ব

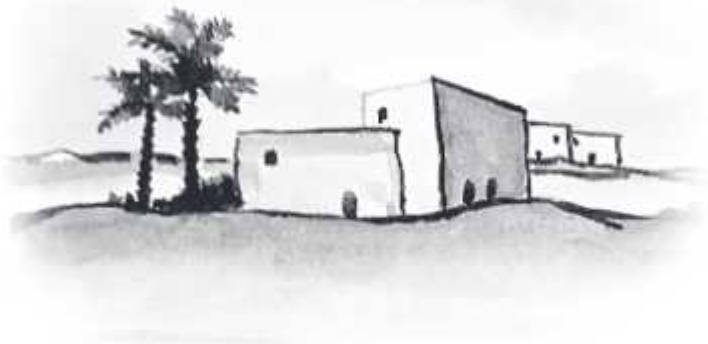

মুফতি মাহফুজ মুসলেহ
মুদাররিস, মাদরাসা উলুমে শরীআহ
৭৪/১-এ উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
আল-কুরআনের গল্প পড়ো (০৩) প্রথম পর্ব

আল-কুরআনের গল্প পড়ো

প্রথম পর্ব : কিশোর সিরিজ-৭

রচনা ■ মুফতি মাহফুজ মুসলেহ
প্রথম প্রকাশ ■ একুশে বইমেলা ২০২২
প্রচ্ছদ ■ মুহা. মাহমুদুল ইসলাম। ইনার ■ বশীর মেহবাহ
মুদ্রণ ■ জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স, প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক ■ রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১৩০.০০ (একশো ত্রিশ টাকা মাত্র)

AL-QURANER GOLPO SUNO
Written by. Mufty Mahfuz Muslch
Market & Published by. Rahnuma Prokashoni. Price: Tk 130.00, US $ 05.00 only.

ISBN: 978-984-93857-1-7
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com
web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

সাদ, সাঈদ, মুসান্না, আয়েশা ও মুআন্না
এবং
স্নেহের প্রিয় জুওয়াইরিয়া আফরাকে—
তোমরা বড় হও!
তোমাদের নামে যে মহান সাহাবিগণ ছিলেন,
তাদের মতো মানুষ হও—
এই কামনায়...

লেখকের কথা

শিশু-কিশোরদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিশুসাহিত্যের একান্ত প্রয়োজন। রূপকথার গল্প শিশু-কিশোরদের উদ্ভট কল্পনার জগতে নিয়ে যায়, অজানা ভয়ভীতির উদ্রেক করে, অবাস্তব চিন্তাভাবনার ঘোরে তলিয়ে দেয়। অন্যদিকে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন ঘটনা শিশু-কিশোরদের মহৎ ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

তাদের (নবীদের) ঘটনাসমূহে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১১১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

আপনি ঘটনা বর্ণনা করুন; হয়তো তারা চিন্তা করবে। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭৬]

কুরআনের এই শাশ্বত নীতিকে সামনে রেখেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। জানি না, কতটুকু সফল হয়েছি; তবে চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

–মুফতি মাহফুজ মুসলেহ

সূচীপত্র

সাগরবুকে শিশু নবী—১৩
সত্যের জয়—২২
রাজপ্রাসাদে ইবরাহিম আ.—২৯
জমজম কূপ—৩৬
বিস্ময়কর বালক—৪৩
বিচারক কিশোর নবী—৫০
ধৈর্যের পাহাড়—৫৫

সাগরবুকে শিশু নবী

ঠক্...ঠক্...ঠক্।

মরিয়মের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইল সে। গভীর রাত। নীলাভ আকাশ। তার বিশাল বুকে পূর্ণিমার চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। জ্যোৎস্নার কোমল আভায় লুটোপুটি খাচ্ছে ধরার প্রকৃতি। পাশেই নদীর উচ্ছল জলরাশির বুকে রুপোলি আলোর ছটা নেচে-নেচে এগিয়ে চলছে। এ এক মোহনীয় দৃশ্য! দৃষ্টি ফেরানো যায় না! মরিয়ম এক দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই রূপ অবলোকন করতে থাকে।

কিন্তু আবার সেই আওয়াজ—ঠক্...ঠক্...ঠক্! মরিয়ম বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কান লাগাল ঘরের দেয়ালে। বুঝতে চেষ্টা করল, আওয়াজটা কীসের! তার বুঝতে অসুবিধা হল না, এটা কোনো বস্তুর উপর লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর আওয়াজ। সে অবাক হল! ভাবল, এত রাতে কে হাতুড়ি দিয়ে কাজ করছে, কী কাজ করছে!

মরিয়মের কৌতূহল বাড়তে থাকল। আওয়াজটা মনে হয় পাশের কামরা থেকেই আসছে। এবার বুকটা ধক্ করে উঠল মরিয়মের। তার মনে ভয় ধরে গেল। পাশের কামরায় তার ফুটফুটে আদরের ছোট্ট ভাইটি শুয়ে আছে। ওর বয়স মাত্র তিন মাস। মরিয়মের আর সহ্য হল না। সে এক ধাক্কায় পাশের

কামরার দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। মরিয়ম অবাক-চোখে দেখল, তার মা একটা কাঠের বাক্স তৈরি করছেন!

—এত রাতে, আম্মু!...

—চুপ! মরিয়ম কথা শেষ করতে পারল না। আম্মু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করিয়ে দিল।

—আম্মু, এ গভীর রাতে আপনি কী বানাচ্ছেন? মরিয়মের মা মেয়ের কথার জবাব না দিয়ে হাতের কাজ শেষ করলেন। এরপর মেয়ের কানে কানে বললেন,

—তোমার ভাইকে আস্তে করে নিয়ে এসো। খেয়াল রেখো, ওর ঘুমটা যেন আবার ভেঙে না যায়!

—কেন আম্মু, ওকে আনার কী প্রয়োজন! ও তো খুব আরামে ঘুমাচ্ছে!

—যাও, কথা বাড়িও না। যা বলি, শোনো!

মরিয়ম আর কথা বাড়ায় না। সে মায়ের আদেশ পালন করে। পাশের বিছানা থেকে কচি ভাইটিকে তুলে নিয়ে আসে। খুদে রাজকুমার তখনো গভীর ঘুমে অচেতন। মরিয়ম ওকে মায়ের কোলে তুলে দেয়।

'হায় হায়, এ কী করছেন, আম্মু? বাবুর যে দম বন্ধ হয়ে যাবে; সে তো মরে যাবে!'—মায়ের কাণ্ড দেখে মরিয়মের চোখে বিস্ময়! অবাক হয়ে সে মায়ের কাজ দেখতে থাকে।

মা মোম দিয়ে বাক্সের চারদিক বন্ধ করে দিলেন। ঢাকনায় রেখে দিলেন ছোট ছোট কয়েকটা ছিদ্র। মরিয়ম ভেবে পায় না, ভাইয়াকে বাক্সে ভরে আম্মু কী করবেন! অবশ্য পরক্ষণেই তার মনে পড়ে যায়, আম্মু বলেছেন—এটিই আল্লাহর হুকুম।

মরিয়ম এতক্ষণ চিন্তার সাগরে ডুবে ছিল। আম্মুর নড়াচড়ায় তার ঘোর কাটল। দেখে, তার আম্মু বাক্সটা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ধীর পদক্ষেপে চলছেন দরজার দিকে। মরিয়ম মায়ের পিছনে পিছনে চলতে থাকে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না তার। অতীতের বিভিন্ন দৃশ্য তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সে ভাবতে থাকে—আহা, গত তিনটি মাস ধরে ছোট্ট ভাইটিকে নিয়ে কী আনন্দেই না দিন কেটেছে তার! এ সব কথা ভাবতে